গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাজেট-১ শাখা

বিষয়ঃ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এর সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	ঃ	১৯-০১-২০২০খ্রি.
সভার সময়	ঃ	বেলা ৩.৩০ টা
সভার স্থান		মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিত কর্মকর্তাগনের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট-'ক' তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (বাজেট)কে অনুরোধ করেন। যুগ্মসচিব (বাজেট) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বাজেট পরিপত্রের আলোকে বাজেট অনুবিভাগ থেকে গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে উল্লেখপূর্বক বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের (BWG) ০২.০১.২০২০খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মূল বাজেট এবং প্রস্তাবিত সংশোধিত নিম্নরূপ বাজেট উপস্থাপন করেনঃ

২। যুগ্মসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন ৩৯তম বিসিএস এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জনসহ মোট ৪,৬১১ জন কর্মকর্তা ৮/১২/২০১৯ তারিখে যোগদান করেছেন। উক্ত কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বাবদ ১৭৭,১০,৯২,০০০/- (একশত সাতাত্তর কোটি দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত প্রয়োজন। ২০১৮ সালের জুন মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৬২৩৩ জন নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ৪৫৭,০৫,৭৪,০০০/- (চারশত সাতান্ন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ প্রয়োজন। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালসহ সর্বমোট ৯৬০,০০,০০,০০০/- (নয়শত ষাট কোটি) টাকা বিভিন্ন কোডে/খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ জানিয়েছেন। তাছাড়াও কুয়েত মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, ঢাকা রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। সিলেট, মেডিকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবনির্মিত আউট ডোর কমপ্লেক্স চালুর জন্য ৫৭৮ জন জনবল এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির জন্য ৮,৫৮,৮০,৯০০/- (আট কোটি আটান্ন লক্ষ আশি হাজার নয়) টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

৩। সচিব মহোদয় সভাকে জানান যে, দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালে ওয়েব সাইট চালু করা, হাসপাতালসমূহের প্রকৃত খরচ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচিবালয় অংশের এমএসআর খাতে বরাদ্দকৃত ২১৫,০০,০০,০০০/- (দুই শত পনের কোটি) কোটি টাকা বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সংরক্ষিত থোক বরাদ্দ হতে মুজিবর্ষ পালন করার জন্য অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। মুলধন/যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত বরাদ্দ না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিবালয় অংশে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি মেরামত খাতে বরাদ্দকৃত ৫০,০০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি) টাকা নিমিউকে বরাদ্দ প্রদানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সাধারণ ধারণা প্রদানের জন্য পাইলট প্রকল্প আকারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক জন করে নার্স নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকগণের কোন গাড়ী না থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় গাড়ী ক্রয় করে বিভাগীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন কতটি গাড়ী ব্যবহৃত হয় তার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রশাসন অনুবিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সভাকে জানান যে, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ পালন, মুজিববর্ষ পালন করতে অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়াও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ক্যালেন্ডার, ডায়েরী ও স্কুলসমূহে স্বাস্থ্য বিষয়ক বই বিতরণের জন্য ৫০,০০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন।

৬। পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন ৩৯তম বিসিএস এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জনসহ মোট ৪,৬১১ জন কর্মকর্তা ৮/১২/২০১৯ তারিখে যোগদান করেছেন। উক্ত কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বাবদ ১৭৭,১০,৯২,০০০/- (একশত সাতাত্তর কোটি দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন।

৭। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভূক্ত করার ফলে ক্যামিকেল ও আইটি ইকুপমেন্ট এর জন্য ১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকা এবং বিভিন্ন কোড ও খাতে আরও ১,৭০,৩১,৫০০/- টাকাসহ মোট ২,৯০,৩১,৫০০/- (দুই কোটি নব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন।

৮। নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি সেবা পরিদপ্তর থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১৮ সালের জুন মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৬২৩৩ জন নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ৪৫৭,০৫,৭৪,০০০/- (চারশত সাতান্ন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

৯। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বেতন-ভাতাদি বাবদ ৯,৩৩,১৩,০০০/- (নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

১০। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন অবশ্যই চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে প্রদর্শিত মোট ব্যয়সীমার (পরিচালন ও উন্নয়ন) মধ্যে সংকুলানযোগ্য হতে হবে। কোনভাবেই অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবী করা যাবে না বলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান। মন্ত্রণালয়ের মূল বাজেট হতে অব্যয়িত অর্থ থেকে অন্যান্য চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। তবে বেতন-ভাতা বিবেচনা করা যাবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

১১। জনাব মোহাম্মদ শাহাদাৎ, অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং) জানান যে, ২০১৮ সালের জুন মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৬২৩৩ জন নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ৪৫৭,০৫,৭৪,০০০/- (চারশত সাতান্ন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। তিনি সভাকে আরও অবহিত করে বলেন, বর্তমানে প্রত্যেক হাসপাতালে রোগীদের পথ্য বাবদ প্রতি দিন ১২৫ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১২৫ টাকা দ্বারা ৩ বেলা পুষ্টিকর খাবার দেয়া যায় না। এ বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সভাপতির কাছে অনুরোধ জানান। সভাপতি মহোদয় হাসপাতাল অনুবিভাগকে পথ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১২। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক. ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়;

খ. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন ৩৯তম বিসিএস এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সহকারী সার্জন/ডেন্টাল সার্জনসহ মোট ৪,৬১১ জন কর্মকর্তার বেতন ভাতা বাবদ ১৭৭,১০,৯২,০০০/- (একশত সাতাত্তর কোটি দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন;

গ. ২০১৮ সালের জুন মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগদানকৃত মোট ৬২৩৩ জন নার্স ও মিডওয়াইফ এর বেতন ভাতা বাবদ ৪৫৭,০৫,৭৪,০০০/- (চারশত সাতান্ন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন;

ঘ. ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অর্ন্তভূক্ত করার ফলে ক্যামিকেল ও আইটি ইকুপমেন্ট এর জন্য ১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকা এবং বিভিন্ন কোড ও খাতে আরও ১,৭০,৩১,৫০০/- (এক কোটি সত্তর লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকাসহ মোট ২,৯০,৩১,৫০০/- (দুই কোটি নব্বই লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন;

ঙ. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বেতন-ভাতাদি বাবদ ৯,৩৩,১৩,০০০/- (নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন;

চ. সচিবালয় অংশে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি মেরামত খাতে বরাদ্দকৃত ৫০,০০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি) টাকা নিমিউকে বরাদ্দ প্রদানের জন্য বাজেট অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ছ. পথ্য খাতে ১২৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করার জন্য হাসপাতাল অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

জ. দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/হাসপাতালে ওয়েব সাইট চালু করা;

ঝ. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন কতটি গাড়ী ব্যবহৃত হয় তার তালিকা প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় গাড়ী ক্রয় করে বিভাগীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের করার জন্য প্রশাসন অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঞ. বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রি সরকারি হাসপাতাল, উত্তরা নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কোড প্রদানসহ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ২০,০০,০০,০০০/- (বিশ কোটি) টাকা এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার, ঢাকার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কোডসহ বেতন-ভাতা ও আনুষাংগিক খাতসমূহে ১১,৭৭,১০,০০০/- (এগার কোটি সাতাত্তর লক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন;

ট. দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত প্রস্তাব মোতাবেক বেতন-ভাতা, ইউটিলিটি বিল, এমএসআর সামগ্রী ও ভারী যন্ত্রপাতি খাতে অতিরিক্ত ২৫১,৯৮,০০,০০০/- (দুইশত একান্ন কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকাসহ মোট ৯৩০,৫৪,২০,০০০/- (নয়শত ত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বিশ হাজার) টাকা প্রয়োজন।

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

নং ৪৫.১৩৯.০২০.০০.০০.০০১.২০১৮-৯০

তারিখঃ ০৩-০২-২০২০খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন/বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/হাসপাতাল/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী/বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/ঔষধ প্রশাসন ও আইন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। উপসচিব (বাজেট-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ, মহাখালী, ঢাকা।
৮। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিএজি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

০৩.০২.২০২০

(সুশীল কুমার পাল)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১)
ফোনঃ ৯৫৪৫৯২৭

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।